কুয়েতের প্রধানমন্ত্রী রাজাধিরাজ শেখ জাবের আল-মুবারক আল-হামাদ আল-সাবার ভারতে রাষ্ট্রীয় সফর

১. প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং-এর আমন্ত্রণে কুয়েতের প্রধানমন্ত্রী রাজাধিরাজ শেখ জাবের আল-মুবারক আল-হামাদ আল-সাবা ৭-১০ নভেম্বর ২০১৩ ভারতে রাষ্ট্রীয় সফরে আসছেন। তাঁর সংগে মন্ত্রী,উচ্চপদস্থ অফিসার এবং প্রথম সারির শিল্পপতিদের এক প্রতিনিধিদল সফরসঙ্গী হবেন।

২.২০০৩ সালে কুয়েতে যুবরাজ এবং প্রধানমন্ত্রীর পদ পৃথক হওয়ার পরে এটাই কুয়েত থেকে ভারতে রাষ্ট্রীয় সরকারের প্রধানের প্রথম সফর।ভারতের পক্ষ থেকে প্রথম রাষ্ট্রীয় সরকারের প্রধানের সফর অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮১ সালে যখন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি কুয়েত গিয়েছিলেন।

৩. ভারত সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ জাবের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি এবং উপরাষ্ট্রপতি শ্রী হামিদ আনসারির সংগে সাক্ষাৎ করবেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং-এর সংগে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। তাঁর অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে অর্থমন্ত্রী,পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রীর সংগে বৈঠক। ফিকি,সিআইআই এবং অ্যাসোচেম,এই তিনটি বণিকসভার সংগেও সম্মিলিত মধ্যাহ্ ভোজ বৈঠকে মিলিত হবেন।প্রধানমন্ত্রী শেখ জাবের এবং তাঁর সফরসঙ্গীরা আগ্রা পরিদর্শনে যাবেন।

৪. জনতার সংগে জনতার সম্পর্কের ভিত্তিতে ভারত ও কুয়েত ঐতিহাসিকভাবে বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্কের অংশীদার। ভৌগোলিক নৈকট্য,ঐতিহাসিক বাণিজ্য সম্পর্ক,সাংস্কৃতিক আগ্রহ এবং এনার্জি নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও লগ্নি,পরিকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প,পেট্রোকেমিক্যালস এবং শিক্ষা সহ অভিন্ন স্বার্থের মৌলিক ক্ষেত্রর করমোবর্ধমান সহযোগিতা দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক আরো দৃঢ় ও সম্প্রসারিত করছে।

৫. দুই দেশ উভয়ের প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদার। কুয়েত বিস্বের মধ্যে ভারতের চতুর্থ কাঁচাতেল রপ্তানিকারী দেশ।২০১২-১৩ সালে এই বাণিজ্যের পরিমাণ ১৭ বিলিয়ন মার্কিন

ডলারেও বেশি। তেল খনন,তৈল শোধনাগার নির্মাণ,পেট্রোকেমিকাল প্রকল্প এবং সার কারখানা সহ পারস্পরিক স্বার্থের লাভজনক প্রকল্পে লগ্নির মাধ্যমে এনার্জি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণের দিকগুলি উভয় দেশ খতিয়ে দেখছে।

৬. কুয়েতে বসবাসকারী অনাবাসীদের মধ্যে ভারতীয়রা সংখ্যাগরিষ্ঠ।কুয়েতের প্রগতি ও উন্নয়নে তাঁদের ইতিবাচক ভুমিকা গুরূত্বসহকারে স্বীকৃত। কুয়েতে ৭ লক্ষেরও বেশি ভারতীয় বিভিন্ন কর্মে নিযুকত।

নয়াদিল্লি

৩১ অকটোবর ২০১৩